

বিএনএফ বার্তা

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর ত্রৈমাসিক মুখপত্র

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়-এর আওতাধীন একটি স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান



বিএনএফ-এর নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক-এর যোগদান



মোঃ শাহজাহান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বাংলাদেশ সরকারের অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ শাহজাহান ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনে ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে যোগদান করেন।

তিনি বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ৯ম ব্যাচের কর্মকর্তা হিসেবে ১৯৯১ সালের ২৬ জানুয়ারি সিভিল সার্ভিসে কর্মজীবন শুরু করেন এবং ২০২৩ সালে সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। কর্মজীবনে তিনি সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় এবং বিভাগে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। উল্লেখযোগ্যভাবে, জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট)-এর মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব হিসেবে তিনি প্রায় ৬ বছর দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও, অর্থ বিভাগে যুগ্মসচিব এবং উপসচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে উপসচিব, প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ, গৃহায়ন ও গণপূর্ত এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়ে সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

মাঠ পর্যায়ে তিনি দিনাজপুর, রাজশাহী, মুন্সিগঞ্জ, শেরপুর, হবিগঞ্জ কালেক্টরেট এবং ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার-এর কার্যালয়ে সহকারী কমিশনার/সিনিয়র সহকারী কমিশনার/প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট

হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমিতে (এনএপিডি) উপপরিচালকের পদেও দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া, অবসর গ্রহণের পর তিনি আইডিএ-এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত পরিসংখ্যান ব্যুরো-এর National statistics for the Development of Statistics Implementation Support Project (NSDS-ISP)-এর আওতায় কনসালট্যান্ট হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান গবেষণা ও প্রশিক্ষণ একাডেমি এ তিনিটি প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন করেন।

কর্মজীবনে তিনি দেশে এবং বিদেশে অসংখ্য উন্নত পেশাদার প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন, যার ফলে জনপ্রশাসন ও উন্নয়ন প্রশাসনে তিনি বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। একজন চৌকস ও মেধাবী কর্মকর্তা হিসেবে তিনি নতুন উদ্যোগ গ্রহণ, ইনোভেশন এবং প্রতিষ্ঠানে ভ্যালু এড করায় যথেষ্ট মেধা ও দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। সততা ও সাধারণ কর্মদক্ষতার জন্য জনাব মোঃ শাহজাহানকে জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট)-এর মহাপরিচালক হিসেবে ২০২২ সালে সরকার কর্তৃক জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

তিনি ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখ হতে অবসর গ্রহণের আগ পর্যন্ত নিপোর্ট-এর মহাপরিচালক পদে দায়িত্ব পালন করেন। নিপোর্ট-এর কার্যক্রমে আধুনিকায়ন এবং এটিকে একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে তিনি প্রায় ৩০টি নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এগুলোর মধ্যে নিপোর্ট অফিসারগণের জন্য প্রথমবারের মতো বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের আয়োজন, জার্নাল প্রকাশনার লক্ষ্যে নিপোর্ট-এর প্রকাশনা নীতিমালা প্রণয়ন, প্রশিক্ষণ নীতিমালা প্রণয়ন, নিপোর্টের ডিজিটাইজেশন, অনলাইন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে নতুন কারিকুলাম প্রণয়ন (মডিউল তৈরিসহ) এবং নতুন কারিকুলামের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ আয়োজন অন্যতম। নতুন কারিকুলামের মধ্যে কোভিড-১৯ মহামারি ও নিয়ন্ত্রণ এবং প্রাথমিক পরিচর্যা, হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবা, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, শৃঙ্খলা, শিষ্টাচার ও নৈতিকতা ইত্যাদি অন্যতম। তিনি নিপোর্টের মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালনকালীন স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টরের প্রায় ২৫টি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে গবেষণা পরিচালনা করেন।

উপদেষ্টা

ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন

সম্পাদকমণ্ডলী

মোঃ শাহরীয়া পারভেজ
উপমহাব্যবস্থাপক
মোস্তাফা কামাল ভূঞা
উপমহাব্যবস্থাপক

নির্বাহী সম্পাদক

এ, এস, এম, তরিকুল ইসলাম
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

মুখ্য সম্পাদক

মোঃ শাহজাহান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন

গ্রাফিক্স

মোঃ সাঈদুল আলম
সহকারী মহাব্যবস্থাপক
মোঃ লিয়াকত মোস্তফা
প্রোগ্রামার

জনাব মোঃ শাহজাহান প্রায় ৯ বছর অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ে কাজ করেন। অর্থ বিভাগে দায়িত্ব পালনকালে তিনি সরকারি আর্থিক বিধি-বিধান প্রণয়ন, পরিমার্জন ও সহজীকরণ কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। অর্থ বিভাগে সুদীর্ঘ সময় কাজ করার সুবাদে তিনি সরকারি কর্মচারীগণের বিভিন্ন প্রকার ভাতা, সম্মানি, পেনশন, আনুতোষিক, সাধারণ ভবিষ্য তহবিল, কম্বিবিউটরি ভবিষ্য তহবিল ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। তিনি পেনশন সহজীকরণ আদেশ, ২০২০ প্রণয়নে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। এ সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রধান হিসেবে উক্ত আদেশ প্রণয়নে তিনি বিশেষ অবদান রাখেন। এছাড়াও, তিনি সাধারণ ভবিষ্য তহবিল বিধিমালা, ১৯৭৯ এর বাংলা ভাষা ভাষন প্রণয়ন করেন যা পরবর্তীতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ কর্তৃক প্রমিতকরণ করা হয়। তিনি সরকারি টেলিফোন নীতিমালা, ২০১৮ প্রণয়ন কমিটির একজন সদস্য হিসেবে উক্ত নীতিমালা পরিবর্তন, পরিমার্জন ও আধুনিকায়নে বিশেষ অবদান রাখেন। তিনি বিসিএস (ইকোনোমিক) ক্যাডারকে বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের সাথে একীভূতকরণ কমিটির একজন সদস্য হিসেবে কমিটিকে বিভিন্নভাবে পরামর্শ ও মতামত দিয়ে একীভূতকরণ কার্যক্রমে সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান করেন।

জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমিতে দায়িত্ব পালনকালে তিনি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সের কোর্স কারিকুলাম প্রণয়ন এবং একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে (Career Development from Gender Perspective) চিফ ইনভেস্টিগেটর হিসেবে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেন। তিনি মাঠ প্রশাসনে কর্মকালীন বিশেষত: রাজশাহী ও দিনাজপুর জেলায় আমলি আদালত ও বিচারিক আদালতে অসংখ্য মামলা নিষ্পত্তি ও রায় প্রদান করে বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন।

জনাব মোঃ শাহজাহান, নোয়াখালী জেলার চাটখিল পিজি বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় হতে ১৯৮০ সালে এসএসসি (প্রথম বিভাগ), ঢাকা কলেজ হতে ১৯৮২ সালে এইচএসসি (প্রথম বিভাগ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগ হতে ১৯৮৫ সালে বাণিজ্যে স্নাতক (সম্মান) (২য় শ্রেণিতে ১ম স্থান) এবং ১৯৮৬ সালে স্নাতকোত্তর (২য় শ্রেণিতে ১ম স্থান) ডিগ্রি অর্জন করেন। প্রশাসনিক দায়িত্বের বাইরেও, তিনি নীতি প্রণয়ন, গবেষণা এবং লাইভ রেডিও প্রোগ্রামিং-এর সাথে যুক্ত ছিলেন, যা উদ্ভাবন এবং জনসম্পৃক্ততায় তাঁর নিবেদিত গতিশীল কর্মজীবনের প্রতিফলন। তিনি ১৯৬৪ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি নোয়াখালী জেলার চাটখিল উপজেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জনাব মোঃ আব্দুর রউফ এবং মাতা মিসেস আনোয়ারা বেগম। তিনি মিসেস মরিয়ম বেগম (বর্তমানে পরিচালক, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর)-এর সাথে বিবাহিত জীবনে দুই কন্যার গর্ভিত পিতা।

তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, সুইডেন, নরওয়ে, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস, মিশর, ভারত, পাকিস্তান, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, ইতালি, পর্তুগাল, বেলজিয়াম, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়াসহ ৩০টিরও বেশি দেশে সরকারি সফর, প্রশিক্ষণ এবং

শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। এছাড়াও, তিনি ম্যাট-২, ফেইজ-২ এর আওতায় যুক্তরাজ্যের University of Wolverhampton এ বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

পালন করা হলো ২১তম বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দিবস



বেলুন উড়িয়ে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দিবস-এর শুভ উদ্বোধন করছেন জনাব ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

২ ডিসেম্বর ২০২৫ পালিত হলো ২১তম 'বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন' দিবস। এ দিন বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ) ঢাকা অফিসে এবং সহযোগী সংস্থা সমূহ সমগ্র দেশে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে এ দিবস পালন করে। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর চেয়ারম্যান জনাব ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে এবং বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. দেলোয়ার হোসেন সভাপতি হিসেবে উপস্থিত থেকে র্যালিতে অংশগ্রহণ করেন এবং বেলুন উড়িয়ে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দিবসের শুভ উদ্বোধন করেন।



বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দিবস উপলক্ষ্যে বিএনএফ কর্তৃক র্যালি

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দিবস পালন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা শেষে কেক কাটা হয় এবং পারফরমেন্স ক্যাটাগরিতে ৩টি, উদ্ভাবনী/বিশেষ কর্মসূচি ক্যাটাগরিতে ৩টি, নারীর ক্ষমতায়নে উদ্যোগী ক্যাটাগরিতে ৩টি সহযোগী সংস্থাকে পুরস্কার প্রদান করা হয়

এবং সুফলভোগীগণের মধ্যে হতে তিনজনকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে সম্মাননা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত সদস্য সাবেক এনবিআর-এর চেয়ারম্যান ও সচিব ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ, সাধারণ পরিষদের সদস্য প্রফেসর মোঃ জহুরুল আলম ও ড. আফরোজা পারভীন, পরিবীক্ষণ উপদেষ্টাবৃন্দ, বিএনএফ-এর কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ ও পুরস্কারের জন্য মনোনীত সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ।



বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দিবস উপলক্ষ্যে বক্তব্য রাখছেন
ড. দেলোয়ার হোসেন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএনএফ।

সুফলভোগীগণের মধ্যে হতে উৎসাহ প্রদান ক্যাটাগরি :

	সম্মাননা প্রাপ্ত সুফলভোগীগণ
১.	জনাব মোছাঃ পলি খাতুন স্বামী : জনাব মোঃ আলতাভ হোসেন মাতা : জনাব মোছাঃ রোকেয়া বেগম গ্রাম : চাকুলী, ডাকঘর : বনবাড়ীয়া উপজেলা : সিরাজগঞ্জ সদর জেলা : সিরাজগঞ্জ সহযোগী সংস্থা : মল্লিকা মহিলা উন্নয়ন সংস্থা, সিরাজগঞ্জ
২.	জনাব সিলভিয়া মুর্রু পিতা : জনাব লাজারুশ হাসদা স্বামী : জনাব সাহেব পল মুর্রু গ্রাম : ফুলবাড়ী, ডাকঘর : চব্বিশনগর উপজেলা : গোদাগাড়ী, জেলা : রাজশাহী সহযোগী সংস্থা : কাকন বহুমুখী উন্নয়ন সংস্থা (কাবিউস), রাজশাহী
৩.	জনাব মোছাঃ মুজেন্দা খাতুন পিতা : জনাব সুরজ আলী মাতা : জনাব মোছাঃ ফুলজান গ্রাম : চন্ডিমন্ডপ, ডাকঘর : চেচুয়াবাজার উপজেলা : মুক্তাগাছা, জেলা : ময়মনসিংহ সহযোগী সংস্থা : গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা (গ্রাউস), ময়মনসিংহ

পারফরমেন্স ক্যাটাগরি :

	পুরস্কার প্রাপ্ত সহযোগী সংস্থা
১.	ন্যাচার সার্ভিস এসোসিয়েশন-নাসা, রাজবাড়ী
২.	পল্লী প্রগতি সংস্থা, যশোর
৩.	সোস্যাল ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (সেডস), বগুড়া

উদ্ভাবনী/বিশেষ কর্মসূচি ক্যাটাগরি :

	পুরস্কার প্রাপ্ত সহযোগী সংস্থা
১.	নাইস ফাউন্ডেশন, খুলনা
২.	জোড়দিয়া সত্যতা সংস্থা, সাতক্ষীরা
৩.	ইডা (ইনভায়রনমেন্ট এন্ড এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন), সাতক্ষীরা

নারীর ক্ষমতায়নে উদ্যোগী ক্যাটাগরি :

	পুরস্কার প্রাপ্ত সহযোগী সংস্থা
১.	সেবা, হবিগঞ্জ
২.	দারিদ্র্য নারী উন্নয়ন সংস্থা (অয়াদা), গাইবান্ধা
৩.	কুপতলা মহিলা উন্নয়ন সংস্থা, বগুড়া



বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দিবস উপলক্ষ্যে সহযোগী সংস্থাকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন বিএনএফ-এর চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক।



বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দিবস উপলক্ষ্যে বিএনএফ অফিসে কেক কাটা হচ্ছে



বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দিবস উপলক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে সহযোগী সংস্থাসমূহ কর্তৃক আয়োজিত র্যালি



বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দিবস উপলক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে সহযোগী সংস্থাসমূহ কর্তৃক আলোচনা সভা

মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম অরেজমিন পরিদর্শনে বিএনএফ-এর চেয়ারম্যান



সিরাজগঞ্জ জেলার সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় সভায় বিএনএফ-এর চেয়ারম্যান

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর অনুদানে সিরাজগঞ্জ জেলায় সহযোগী সংস্থা ‘সমতা উন্নয়ন সংস্থা’ কর্তৃক ২ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে বিনামূল্যে ছাগল বিতরণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর চেয়ারম্যান জনাব ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। সমতা উন্নয়ন সংস্থা চর অঞ্চলের ১৫ জন দুগ্ধ ব্যক্তিকে ২টি করে মোট ৩০টি ছাগল বিতরণ করেন।

একই দিন তিনি সিরাজগঞ্জ জেলার সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। সভায় সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা জনাব মোঃ সোহেল রানা বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

চেয়ারম্যান ৩ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ উপজেলার চিলাহাটী ইউনিয়নের অন্তর্গত বিলুপ্ত ছিটমহল বালাপাড়া খাগড়াবাড়ী মৌজার মোল্লাপাড়ায় যান। তিনি বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর অনুদানে সহযোগী সংস্থা ‘মির্জাপুর ইউনিয়ন সমাজকল্যাণ সংস্থা’ কর্তৃক বাস্তবায়িত ‘দরিদ্র পরিবারের মাঝে বিনামূল্যে বকনা গরু ও স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাকট্রিন বিতরণ’ কর্মসূচি পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শন শেষে তিনি পঞ্চগড় জেলায় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।



ঠাকুরগাঁও এ বিএনএফ-এর অনুদানে ইএসডিও কর্তৃক বাস্তবায়িত গ্রাম দারিদ্র্যমুক্তকরণ প্রকল্পের আওতায় সুফলভোগীগণের সাথে মতবিনিময় করছেন বিএনএফ-এর চেয়ারম্যান।

জনাব চৌধুরী ৪ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে ঠাকুরগাঁও জেলার সহযোগী সংস্থা ‘ইএসডিও’ কর্তৃক ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার লক্ষীপুর গ্রামে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর গ্রাম দারিদ্র্যমুক্তকরণ প্রকল্পের বাস্তবায়িত কর্মসূচি পরিদর্শন করেন। বিএনএফ-এর অনুদানে ইএসডিও গ্রাম দারিদ্র্যমুক্তকরণ প্রকল্পের আওতায় দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারের মাঝে বিনামূল্যে ৩৬টি টিউবওয়েল, ৮৫টি স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাকট্রিন, ৩৩টি গাভি, মোটাজাকরণের জন্য ২৩টি ষাঁড়, ১৮টি পায়ে চালিত ভ্যান, ৫টি ঘর, ২৫টি পাপোস তৈরির মেশিন ও ৪৪টি উন্নত জাতের ব্লাক বেঙ্গল ছাগল বিতরণ করে। এছাড়াও ২৫ জন নারীকে পাপোস তৈরির প্রশিক্ষণ, ২ জনকে রাজমিস্ত্রী ও রড বাইন্ডিং-এর প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

পরিদর্শন শেষে সুফলভোগীগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন এবং বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর অনুদানে ইএসডিও কর্তৃক এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত বিভিন্ন কর্মসূচি বিষয়ে প্রেজেন্টেশন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

জনাব ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী ৫ নভেম্বর ঠাকুরগাঁও জেলায় সহযোগী সংস্থাসমূহের নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

তিনি ৫ নভেম্বর গাইবান্ধা জেলার সার্কিট হাউসে গাইবান্ধা জেলায় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার সহযোগী সংস্থা ‘জনকল্যাণ সংস্থা’ বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর অনুদানে ১৪টি হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাকট্রিন নির্মাণ করে দেয়। চেয়ারম্যান ৬ নভেম্বর স্বাস্থ্যসম্মত সেমিপাকা ল্যাকট্রিন পরিদর্শন করেন।

তিনি ৬ নভেম্বর একই উপজেলায় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর অনুদানে সহযোগী সংস্থা ‘আদর্শ সেবা সংস্থা’ কর্তৃক বিনামূল্যে সেলাই মেশিন বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।



বিএনএফ-এর অর্থায়নে গাইবান্ধা জেলায় সহযোগী সংস্থা আদর্শ সেবা সংস্থার মাধ্যমে সেলাই মেশিন বিতরণ অনুষ্ঠানে সুফলভোগীগণের অনুকূলে সেলাই মেশিন বিতরণ করছেন বিএনএফ-এর চেয়ারম্যান।

সংস্থাটি বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন হতে নিয়মিত অনুদানের দরিদ্র/হতদরিদ্র পরিবারের ২৪ জন মহিলাকে ২৪টি সেলাই মেশিন প্রদান করেন।



রাজশাহী জেলার আশ্রয় ট্রেনিং সেন্টারে প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দের হাতে সনদ তুলে দিচ্ছেন জনাব ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

রাজশাহীর পবা উপজেলায় আশ্রয় ট্রেনিং সেন্টারে ৯-১৩ নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের ২০ জন নির্বাহী পরিচালক/প্রধান নির্বাহীগণের Organizational Development & Management বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রশিক্ষণ সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দকে সনদ প্রদান করা হয়। ১৩ নভেম্বর সমাপনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর চেয়ারম্যান জনাব ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দের হাতে সনদ তুলে দেন। তিনি প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দকে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। সমাপনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর সহকারী মহাব্যবস্থাপক জনাব এ,এস,এস, তরিকুল ইসলাম এবং নির্বাহী অফিসার জনাব মুহাম্মদ হামিদুর রহমান, আশ্রয়ের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন এবং আশ্রয়ের নির্বাহী পরিচালক ড. এম আহসান আলী এবং উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ ভারুয়ালি সংযুক্ত ছিলেন।



আশ্রয় ট্রেনিং সেন্টারে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন।

বিএনএফ-এর অনুদানে সুফলভোগীগণের অনুকূলে উপকরণ বিতরণের খণ্ডচিত্র



বিএনএফ-এর অনুদানে লালমনিরহাট জেলার সহযোগী সংস্থা বৃন্তহীন সমাজ উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক সুফলভোগীগণের অনুকূলে মা ছাগল বিতরণ



বিএনএফ-এর অনুদানে রাজশাহী জেলার সহযোগী সংস্থা কাকন বহুমুখী উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক সুফলভোগীগণের অনুকূলে ভেড়ি বিতরণ



বিএনএফ-এর অনুদানে ঢাকা জেলার সহযোগী সংস্থা আওয়ার ভিশন ফর ওয়েলফেয়ার সার্ভিস কর্তৃক সুফলভোগীগণের অনুকূলে ভ্যান বিতরণ



বিএনএফ-এর অনুদানে ফরিদপুর জেলার সহযোগী সংস্থা পুওর ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন কর্তৃক সুফলভোগীগণের অনুকূলে রিকশা বিতরণ

পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা কর্তৃক কার্যক্রম পরিবীক্ষণ

ড. মোঃ জাকারিয়া

সাবেক সিনিয়র স্পেশালিস্ট, প্রাকটিক্যাল একশন
পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা, বিএনএফ



কিশোরগঞ্জ জেলার সহযোগী সংস্থা গণ উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত ভেড়া পালন কর্মসূচি পরিবীক্ষণ করছেন পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা ড. মোঃ জাকারিয়া।

কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা উপজেলার হাওড় অঞ্চলে সীমিত কর্মসংস্থান ও বারবার বন্যার কারণে দরিদ্র পরিবারের জীবন-জীবিকা প্রায়শ অনিশ্চিত। এক ফসল নির্ভর কৃষি ব্যবস্থার ফলে বর্ষা ও ফসল কাটার পর দীর্ঘ সময় কর্মহীন অবস্থায় থাকতে হয় শ্রমজীবীদের। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর অর্থায়নে ‘গণ উন্নয়ন সংস্থা’ ইটনা উপজেলার দুটি গ্রামে ভেড়া পালন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। যার লক্ষ্য ছিল হতদরিদ্র পরিবারের জন্য কম ঝুঁকিপূর্ণ ও টেকসই আয়মুখী সুযোগ সৃষ্টি। কর্মসূচির আওতায় ১৩ জন নারী ও ১ জন প্রতিবন্ধী পুরুষসহ মোট ১৪ জন হতদরিদ্র সুফলভোগীর প্রত্যেককে ২টি করে ভেড়ি প্রদান করা হয় এবং পাশাপাশি ভেড়া পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ এবং পশুস্বাস্থ্য সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় টিকা ও ভ্যাকসিন প্রদান করা হয়।

কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে ১৪টি পরিবার একটি বিকল্প ও টেকসই জীবিকায় যুক্ত হতে পেরেছে। বিশেষভাবে নারীদের আর্থিক সক্ষমতা ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং পরিবার পর্যায়ে আয় ও পুষ্টি পরিস্থিতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। সুফলভোগীগণের ভেড়ি ইতোমধ্যে ৩৪টি বাচ্চা দিয়েছে। যা ভবিষ্যৎ আয়ের সম্ভাবনাকে

আরও জোরদার করবে। এরই মধ্যে দুইজন সুফলভোগী (স্বপ্না রানী ও শহিদুল) একটি করে ভেড়া ৮,০০০/- টাকায় বিক্রি করে তাৎক্ষণিক আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছেন।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর সহায়তায় বাস্তবায়িত এ ভেড়া পালন কর্মসূচি প্রমাণ করেছে যে, অল্প বিনিয়োগে ও স্থানীয় বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ উদ্যোগের মাধ্যমে হাওড় অঞ্চলের হতদরিদ্র পরিবারের জীবনমান টেকসইভাবে উন্নয়ন করা সম্ভব।

তারুণ্যের উৎসব-২০২৫ উদ্বোধনের লক্ষ্যে বিএনএফ কর্তৃক গ্রাহক সেবা পক্ষ পালন



তারুণ্যের উৎসব-২০২৫ উদ্বোধনের লক্ষ্যে বিএনএফ কর্তৃক বিএনএফ-এর কনফারেন্স রুমে গ্রাহক সেবা পক্ষ পালন

অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তারুণ্যের উৎসব-২০২৫ উদ্বোধনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ১৯ অক্টোবর হতে ০২ নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত ১৫ দিনব্যাপী গ্রাহক সেবা পক্ষ পালন করা হয়। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর চেয়ারম্যান জনাব ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে ১৯ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ রবিবার বেলা ১১.০০ ঘটিকায় গ্রাহক সেবা পক্ষ উদ্বোধন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতি. দায়িত্ব) ড. দেলোয়ার হোসেন। অনুষ্ঠানে বিএনএফ-এর কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ ও সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

১৯ অক্টোবর হতে ০২ নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর অনুদানে ১৫টি সহযোগী সংস্থা গ্রাহক সেবা পক্ষ পালন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে :

(১) ধর্মপুর সমাজ উন্নয়ন সংঘ, বগুড়া

১৯ অক্টোবর দরিদ্র মহিলাদের আয়বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২৬ জন দরিদ্র মহিলাকে ২৬টি সেলাই মেশিন প্রদান করে।

(২) দারিদ্র্য নারী উন্নয়ন সংস্থা (অয়াদা), গাইবান্ধা

২০ অক্টোবর ২০ জন দরিদ্র সুফলভোগীর প্রত্যেককে ২টি করে মোট ৪০টি ভেড়া প্রদান করে।

(৩) গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা-গ্রাউস, ময়মনসিংহ

২১ অক্টোবর হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে বিনামূল্যে ১০টি স্যানিটারি ল্যাট্রিন নির্মাণ পরবর্তী হস্তান্তর করে।

- (৪) নর্থ বেঙ্গল রুরাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি, জয়পুরহাট
২২ অক্টোবর ২০ জন দরিদ্র সুফলভোগীর প্রত্যেককে ২টি করে মোট ৪০টি মা ছাগল প্রদান করে।
- (৫) কাজের ডাক, কুড়িগ্রাম
২৩ অক্টোবর ৮ জন দরিদ্র সুফলভোগীর প্রত্যেককে ১টি করে গাভি প্রদান করে।
- (৬) ভিপিকেএ ফাউন্ডেশন, রাজবাড়ী
২৪ অক্টোবর দরিদ্র সুফলভোগীগণের নিরাপদ পানির জন্য ১৭টি নলকূপ স্থাপন পরবর্তী হস্তান্তর করে।
- (৭) নজীর (নতুন জীবন রচি), লালমনিরহাট
২৫ অক্টোবর ২৯ জন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তি (প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের) উন্নয়ন ও পুনর্বাসনে সেবা প্রদান করে।
- (৮) বালুয়াহাট কৃষি ও সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা, বগুড়া
২৬ অক্টোবর হতদরিদ্রদের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৭ জন সুফলভোগীকে ১৭টি পায়ে চালিত ভ্যান বিতরণ করে।
- (৯) শাপলা গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা, রাজশাহী
২৭ অক্টোবর ২৫ জন বেকার যুবকদের জন্য ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশন এন্ড মেইনটেনেন্স বিয়য়ক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম শুরু করে।
- (১০) সোস্যাল ইকুয়ালিটি ফর ইফেকটিভ ডেভেলপমেন্ট (সীড), রংপুর
২৮ অক্টোবর ৩৬ জন মেধাবী ছাত্রীদের শিক্ষা সহায়তা হিসেবে ৩৬টি বাইসাইকেল প্রদান করে।
- (১১) গ্রামীণ প্রোগ্রেস, ফেনী
২৯ অক্টোবর দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ১২ জনকে ১২টি পায়ে চালিত ভ্যান প্রদান করে।
- (১২) নাইস ফাউন্ডেশন, খুলনা
৩০ অক্টোবর সংখ্যালঘু ২১ জন দরিদ্র নারীর জীবিকার উন্নয়নে ২টি করে মোট ৪২টি ভেড়ি প্রদান করে।
- (১৩) লেডিস অর্গানাইজেশন ফর সোস্যাল ওয়েলফেয়ার, রাজশাহী
৩১ অক্টোবর ১৮ জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করে।
- (১৪) অগ্রগতি সংস্থা, সাতক্ষীরা
০১ নভেম্বর ১৫ জন তরুণকে দক্ষতা উন্নয়ন মোবাইল সার্ভিসিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ শুরু করে।
- (১৫) পুওর ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন (পিডব্লিউও), ফরিদপুর
০২ নভেম্বর ২১ জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করে।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর ওয়েবসাইট ও ফেসবুকে 'গ্রাহক সেবা পক্ষ' পালনের কর্মসূচিসমূহ প্রচার করা হয়েছে। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর অনুদান প্রদান ও পর্যালোচনা সভায় সকল

সহযোগী সংস্থাকে ইভটিজিং, বাল্যবিবাহ রোধ, যৌতুকপ্রথা রোধ, মাদক প্রতিরোধ, ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।



গ্রাহক সেবা পালন উপলক্ষ্যে কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর উপজেলার সুফলভোগীগণের মধ্যে বিনামূল্যে বকনা বাছুর বিতরণ



গ্রাহক সেবা পালন উপলক্ষ্যে রংপুর জেলার গংগাচড়া উপজেলার ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বাইসাইকেল বিতরণ



গ্রাহক সেবা পালন উপলক্ষ্যে ফেনী সদর উপজেলার হতদরিদ্রদের মধ্যে বিনামূল্যে ভ্যান বিতরণ

আফিলতা

বিএনএফ হতে বকনা বাছুর সহায়তা পেয়ে লক্ষাধিক
টাকার মালিক সাতক্ষীরার পার্বতী

আলোর দিশা ফাউন্ডেশন হতদরিদ্রদের উন্নয়নে গাভি পালন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন হতে ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ২.৭৫ লক্ষ টাকা অনুদান পায়। উক্ত অনুদানে আলোর দিশা ফাউন্ডেশন ৭ জন অসহায় হতদরিদ্রকে গরু পালনের উপর প্রশিক্ষণ দিয়ে তাঁদের প্রত্যেককে একটি করে বকনা বাছুর প্রদান করে।



পার্বতী সিং-এর গরু

সাতক্ষীরা জেলার দেবহাটা উপজেলার নওয়াপাড়া ইউনিয়নের কালাবাড়িয়া গ্রামের দুই সন্তানের জননী হতদরিদ্র দিনমজুর গোবিন্দ সিং-এর স্ত্রী পার্বতী সিং। পার্বতীর স্বামী গোবিন্দ সিং পারুলিয়া গ্রামে একজন মাছ চাষির ঘরে ৮ হাজার টাকার মাসিক বেতনে কাজ করেন। তাঁদের নিজের বসত ভিটার ৫ শতাংশ জমি ছাড়া আর কোন জমি নাই। স্বামীর আয়ে সংসার চলে না, ছেলে মেয়েদের ভরণপোষণ করতে হিমশিম খেতে হয়। তাই পার্বতী সংসার চালাতে দিনমজুরের কাজ শুরু করেন। কিন্তু খুব জরুরি প্রয়োজন না হলে দিনমজুর হিসেবে মহিলাদের কাজে নিতে চায় না। সেকারণে তিনি প্রতিদিন দিনমজুরের কাজও পান না।

পার্বতী অনেকদিন যাবৎ দিনমজুরের কাজের পাশাপাশি অন্য কিছু করে স্বাবলম্বী হওয়ার চিন্তা করেন। কিন্তু অর্থের অভাবে কোন সুবিধাজনক উপায় খুঁজে পাননি। তিনি বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর সাতক্ষীরা জেলার সহযোগী সংস্থা ‘আলোর দিশা ফাউন্ডেশন’-এর ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির একজন সদস্য হিসেবে ভর্তি হন। তিনি সংস্থার সঙ্গে জড়িত হন এবং নিয়মিত বিভিন্ন মিটিং-এ অংশগ্রহণ করতে থাকেন।

আলোর দিশা ফাউন্ডেশন ৭ জন সুফলভোগীর মধ্যে পার্বতী সিংকেও সুফলভোগী হিসেবে নির্বাচন করে ২০২২ সালে মে মাসে একটি বকনা বাছুর প্রদান করে। পার্বতী সিং গাভি পালনের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করায় গাভি পালনের আধুনিক কলাকৌশল আয়ত্ত্ব করেন এবং সেভাবে বকনা বাছুরকে লালন-পালন করতে থাকেন। এতেই ঘুরে দাঁড়ায় হতদরিদ্র পার্বতী। তিনি প্রতিদিন ৩-৪ লিটার দুধ বাজারে বিক্রি করে থাকেন। এতে পরিবারে অতিরিক্ত আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

৩ বছরের মধ্যে তাঁর গাভিটি ৩টি বাচ্চা দেয় পরে পার্বতী ৫০ হাজার টাকায় একটি বাছুর বিক্রি করে বসতবাড়ি তৈরি করেছেন। এখন তাঁর একটি গাভি ও ২টি বকনা বাছুর রয়েছে। ৩টি গরুর বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় ১ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা। এভাবে পার্বতীর পরিবার অনেকটা স্বাবলম্বী হয়েছে। এলাকার অন্যান্য নারীরা পার্বতীর কাছে এসে তাঁর পরিবর্তনের গল্প শুনে নিজেদের জীবনের পরিবর্তন করার চেষ্টা করছেন। পার্বতী আয় করার পাশাপাশি নারীদের স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য উৎসাহিত করছেন।

ছাগল পালন করে ভালো আছেন চুয়াডাঙ্গার জালিয়া খাতুন



জালিয়া খাতুন ও তাঁর ছাগল

চুয়াডাঙ্গা জেলার পদ্মবিলা ইউনিয়নের প্রত্যন্ত একটি গ্রামের নাম নিমতলা। এ গ্রামের বেশির ভাগ পরিবারই দরিদ্র। দিনমজুরের কাজ করে কোনো রকমে সংসার চলে তাঁদের। এমনি একটি দরিদ্র পরিবার জালিয়া খাতুনের। স্বামী, তিন সন্তান ও শাশুড়িকে নিয়ে তাঁদের ছিল অভাবের সংসার। স্বামী রাজমিস্ত্রির জুগালে (হেলপার)-এর কাজ করে দিনে ৩০০-৩৫০ টাকা আয় করতেন। তাও আবার প্রতিদিন কাজ পেতেন না। এ সামান্য আয়ে ৬ জনের ৩ বেলা খাবার জোগানোই ছিলো কঠিন। তার উপরে আবার ছেলে-মেয়ের লেখা-পড়া, বৃদ্ধা শাশুড়ির ঔষুধসহ সংসারের অন্যান্য খরচ কোনোভাবেই হতো না। প্রতি মাসে ধার করতে হতো। সময়মতো দেনা পরিশোধ করতে না পারায় অনেক অপমান সহ্য করতে হতো। বিভিন্ন সমস্যার কারণে ছেলে-মেয়ে দুটোও প্রতিদিন স্কুলে যেতে পারতো না। সে দুঃসময়ে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর সহযোগিতায় ‘রুরাল ইকনোমিক এ্যান্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন (রিসো)’ ছাগল দিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছিল তাঁদের।

৪ বছর আগে ২০১৯ সালে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর ১২তম পর্যায়ের অনুদান ‘রিসো’ সংস্থা নিমতলা গ্রামের ২৫ জন দরিদ্র নারীকে ছাগল পালনের উপযুক্ত মাচা ঘর করে দেয় এবং বিনামূল্যে প্রত্যেককে ১টি করে মা ছাগল প্রদান করে। সে ভাগ্যবান ২৫ জন দরিদ্র নারীর মধ্যে জালিয়া খাতুনও ছিল। সে দুঃসময়ে ঐ সাহায্যটুকুই অনেক বড় ছিলো তাঁর কাছে। জালিয়া খাতুন বলেন, কোনদিন ভাবিনি কেউ বাড়িতে এসে এভাবে সাহায্য করবে। এরপর রিসো এনজিও’র স্যারদের পরামর্শ মতো কাজ করতে থাকি। তখনও বুঝতে পারিনি এ ছাগল পালনের মাধ্যমে আমাদের অভাবের দিন কেটে গিয়ে সুখ আসবে।

একদিন জালিয়া খাতুনের বাড়ি গিয়ে দেখা যায় তিনি একপাল ছাগলকে খাওয়াচ্ছেন। জালিয়া বলেন, আপনাদের দেওয়া একটি ছাগল থেকে আমার ১১টি ছাগল হয়েছে। বিভিন্ন প্রয়োজনে ৫টি ছাগল বিক্রি করেছি। ছাগল বিক্রি ও ঋণের টাকা দিয়ে রান্নাঘর করেছি, ঘরের টিন পরিবর্তন করেছি, একটি সিলিং ফ্যান কিনেছি, একটি মুরগির ঘর, ৫টি মুরগি ও ১টি হাঁস কিনেছি, মাঠে ২ বিঘা জমি বর্গা নিয়ে ধান ও ভুট্টা লাগিয়েছি এবং বাড়ির পাশে অল্প একটু জমি বর্গা নিয়ে পেয়াজ, রসুন, টমেটো, আলু ও শাক-সবজির আবাদ করছি। জালিয়া খাতুন আরো বলেন, এখানকার আয় দিয়ে দুটি এনজিওতে টাকা সঞ্চয় করছি।

ছেলে-মেয়েগুলো নিয়মিত স্কুলে যাচ্ছে, এখন অনেক ভালো আছি। বর্তমানে যে ৬টি ছাগল আছে এগুলো থেকে আবার অনেক ছাগল হবে। তাই ছাগলের ঘরটা আরো বড় করেছে। অনেক ছাগল পালন করবো, কারণ এ ছাগল পালন করেই আমরা সচ্ছলতার মুখ দেখেছি।

ছাগল পালন করতে তাঁদের খাবার কিনে খাওয়াতে হয় না। তাঁর স্বামী মাঠ থেকে ছাগলের খাবার কেটে আনেন। তাঁরা সবাই মিলে যত্ন করে ছাগলগুলো লালন-পালন করেন। ভবিষ্যতে কিছু ছাগল বিক্রি করে একটি গাভি কিনবেন বলে জানান।

**বিএনএফ হতে তাঁত উপকরণ সহায়তা পেয়ে জীবিকা
অর্জনের পথ হয়েছে কুষ্টিয়ার রনি খাতুনের পরিবারের**



রনি খাতুনের তাঁত

‘প্রগতি সংঘ’ বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন হতে ১০ম পর্যায়ের ৩.০০ লক্ষ টাকা অনুদান পেয়ে কুষ্টিয়া জেলার খোকসা উপজেলাস্থ মাসিলিয়া গ্রামে দরিদ্র তাঁতীদের জন্য তাঁত শিল্পের উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে।

মাসিলিয়া গ্রামের অতিদরিদ্র তাঁতী উপকারভোগীগণ বংশানুক্রমিকভাবে এ পেশায় নিয়োজিত। সূতার দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় ও নিজেদের পুঁজি না থাকায় এ অঞ্চলের তাঁতীদের অধিকাংশের তাঁত শিল্প বন্ধের উপক্রম হয়ে পড়েছিল। তাঁরা ধনী তাঁতীদের কাছ থেকে অগ্রিম চুক্তিতে টাকা নিয়ে আসতেন। এরফলে তাঁরা তেমন লাভ করতে পারতেন না।

মাসিলিয়া গ্রামের সুফলভোগী মোছা. রনি খাতুন এবং স্বামী ইব্রাহীম বিশ্বাস গামছা ও লুঙ্গি তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তাঁদের অভাব-অনটনের সংসার। তাঁত চালানোর মত পুঁজি না থাকায় তাঁরা ধনী তাঁতীদের কাছ থেকে চুক্তিতে টাকা ও তাঁত উপকরণ নিয়ে এসে লুঙ্গি ও গামছা তৈরি করেন। ফলে কাজিখত লাভ করা সম্ভব হতো না।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর অনুদানে প্রগতি সংঘ কর্তৃক বাস্তবায়িত অতিদরিদ্র তাঁতীদের তাঁত শিল্পের উন্নয়ন কর্মসূচিতে ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রত্যেক সুফলভোগীগণের সাথে রনি খাতুনকেও সুতা ২.৭৫ বাউল, মাকু ২টা, বোবিন ১০০টি, চাউলের গুড়া ২ কেজি, সাবু ৫০০ গ্রাম, তুঁতে ২৫০ গ্রাম এবং মোম ২০০ গ্রাম বিনামূল্যে প্রদান করে। এ উপকরণগুলো পেয়ে রনি খাতুনের পরিবার খুবই উপকৃত হন। এরফলে তাঁরা অনেক গামছা ও লুঙ্গি তৈরি করতে পারছেন। তাতে তাঁদের আয় বেড়েছে।

বাড়তি আয়ের টাকা দিয়ে তিনি হাতে চালিত তাঁত বাদ দিয়ে পাওয়ারলুম তাঁত (বিদ্যুৎ চালিত) স্থাপন করেছেন। এতে তাঁদের আয় আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। আগে মাসে গড়ে আয় হতো দুই থেকে আড়াই

হাজার টাকা। আর এখন মাসে গড়ে আয় হয় ১০ থেকে ১২ হাজার টাকা। তাঁর অনেক দেনা ছিল। দেনা পরিশোধ করতে পেরেছেন, একটি রান্না ঘর তৈরি করেছেন।

বিএনএফ-এর উক্ত কর্মসূচির সুফলভোগীগণ তাঁত উপকরণ পেয়ে প্রতিমাসে ১০০/- টাকা করে সঞ্চয় রাখেন।

অনুদান প্রদান ও পর্যালোচনা সভা



অনুদান প্রদান ও পর্যালোচনা সভায় সদ্য যোগদানকৃত ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ শাহজাহান নিজ পরিচয় প্রদান করে সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দের দিকনির্দেশনা প্রদান করছেন।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন হতে অনুদান পাওয়ার যোগ্য সহযোগী সংস্থাসমূহকে অনুদান প্রদান ও পর্যালোচনা সভা আয়োজনের মাধ্যমে অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সভায় সভাপতিত্ব করে থাকেন এবং চেয়ারম্যান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন। এ সভায় প্রতিনিধিবৃন্দকে কাজের অভিজ্ঞতা, সমস্যা এবং বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনকে আরও কীভাবে গতিশীল ও পরিচিত করা যায় সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।



সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দের হাতে অনুদানের চেক প্রদান করছেন জনাব ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৫ মাসে ৩টি সভার মাধ্যমে ১৩৬টি সহযোগী সংস্থার মধ্যে বিশেষ কর্মসূচিসহ ৩ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। এর মধ্যে ৯০টি সংস্থার মধ্যে ২ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা নিয়মিত অনুদান এবং ৪৬টি সংস্থার মধ্যে ৯৯.০০ লক্ষ টাকা বিশেষ বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৫ মাসে বিতরণকৃত অনুদান

নিয়মিত অনুদান

	কার্যক্রমের নাম	সহযোগী সংস্থার সংখ্যা	উপকরণের সংখ্যা	অনুদানের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	সুফলভোগীর সংখ্যা			
					প্রত্যক্ষ		পরোক্ষ	
					পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
১	ছাগল প্রদান	৩০	৯৬৮	৯১.০০	৪৭	৪৩৭	৪৭৮	১,২৪৯
২	গাভি প্রদান	১৬	১০৭	৫৬.০০	২৯	৭৮	২৪৯	৩১০
৩	ভেড়া প্রদান	৩	৬৮	৭.৫০	৪	৩০	৫৪	২৪
৪	সেলাই প্রশিক্ষণ ও সেলাই মেশিন বিতরণ	১০	১৮৫	৩২.৫০	১৪	১৭১	৪১৩	৫৯০
৫	স্যানিটেশন ও গভীর নলকূপ স্থাপন	৭	৬১	২৬.০০	১০	৫১	২৬৩	২৭০
৬	ভ্যান প্রদান	৩	৩৪	৯.০০	৩৪	০	৭৪	৯৪
৭	দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের মাঝে বাইসাইকেল বিতরণ	৭	১৭৮	২৬.০০	৩৮	১৪০	২০১	২৮৬
৮	ক্ষুদ্র ব্যবসায় সহায়তা	২	৩২	৮.০০	০	৩২	৮৩	১৩৭
৯	বিএনএফ শিক্ষাবৃত্তি প্রদান	৪	৩৬৩	১৩.৫০	২০	৩৪৩	৩৩০	১৮২
১০	চক্ষুসেবা	৩	২৪৫	১০.০০	৮৫	১৬০	২৮৮	৯১২
১১	অন্যান্য	৫	৬৯	১৯.৫০	৫	৮৪	১৯৯	১৯৭
	মোট	৯০	২,৩১০	২৯৯.০০	২৮৬	১,৫২৬	২,৬৩২	৪,২৫১

বিশেষ অনুদান

	কার্যক্রমের নাম	সহযোগী সংস্থার সংখ্যা	উপকরণের সংখ্যা	অনুদানের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	সুফলভোগীর সংখ্যা			
					প্রত্যক্ষ		পরোক্ষ	
					পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
১	ছাগল প্রদান	৬	১৪৪	১২.০০	১	৭১	১৪৪	২১৬
২	গাভি প্রদান	১৪	৬৮	৩৩.০০	২০	৪৮	১৫৮	১৯৪
৩	স্বাস্থ্যসম্মত সেমিপাকা টয়লেট নির্মাণ	১৪	৮৮	২৯.০০	৩০	৫৮	২০২	২৭৬
৪	গভীর নলকূপ স্থাপন	৬	৪৩	১২.০০	২২	৪৩	১০৪	১৫২
৫	স্বাস্থ্যসম্মত সেমিপাকা টয়লেট ও নলকূপ স্থাপন	৩	১৮	৭.০০	৩	১৫	৪৪	৬৬
৬	ভ্যান প্রদান	১	৭	২.০০	৭	০	২৮	১৪
৭	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ	১	৬	২.০০	৪	২	২৪	১২
৮	পায়ে চালিত রিকশা বিতরণ	১	৫	২.০০	৫	০	১০	১০০
	মোট	৪৬	৩৭৯	৯৯.০০	৯২	২৩৭	৭১৪	১,০৩০

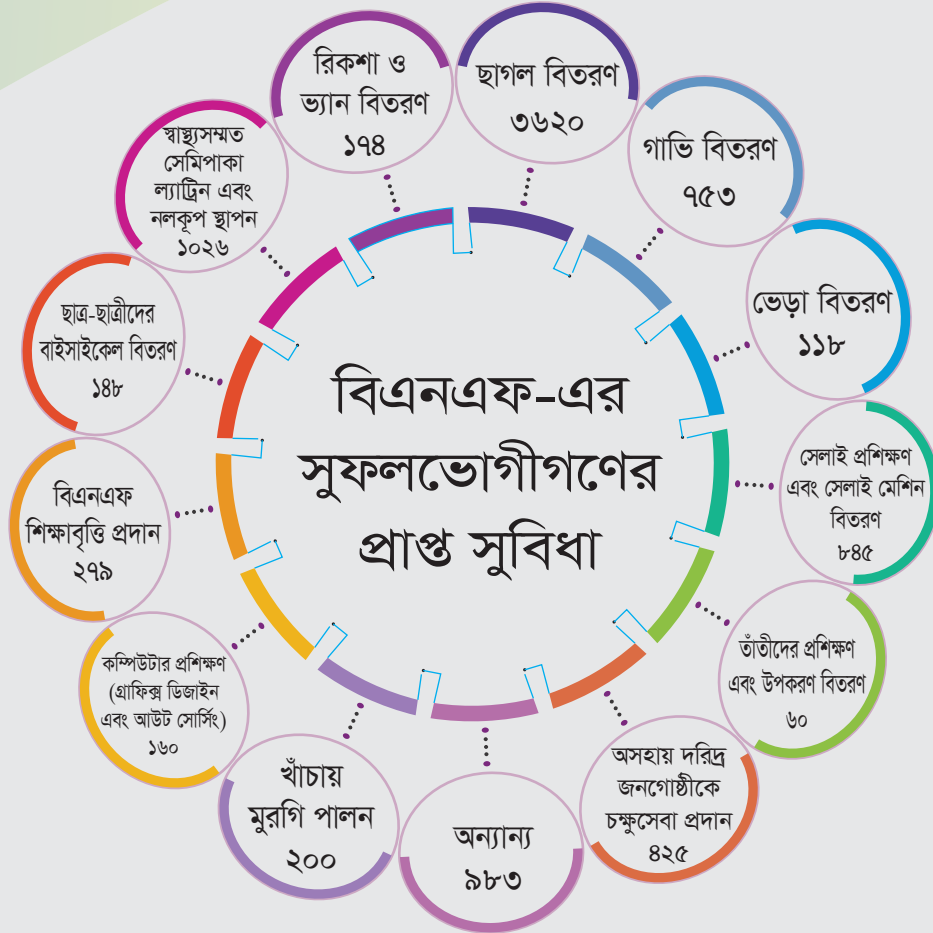
নিয়মিত প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় (সিএমএসএমই) ঋণ

	বিএনএফ হতে ঋণ গ্রহীতা সহযোগী সংস্থা	ঋণের পরিমাণ (টাকা)	গ্রাহক সংখ্যা
১	হোপ, ব্রাঞ্চবাড়িয়া	৪০.০০ লক্ষ	১৫

মহযোগী সংস্থার কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৫ মাসে নিয়মিত অনুদানে ৫১টি সহযোগী সংস্থার কার্যক্রম পরিবীক্ষণের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এর মধ্যে ২৮টি সহযোগী সংস্থার পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে এবং ২৩টি সংস্থার পরিবীক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে, তবে এখনো প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। বিশেষ অনুদানের ৪১টি সহযোগী সংস্থার কার্যক্রম পরিবীক্ষণের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এর মধ্যে ৩৬টি সহযোগী সংস্থার পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে এবং ৫টি সংস্থার পরিবীক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে, তবে এখনো প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিএনএফ-এর সুফলভোগীগণের প্রদত্ত সুবিধা নিচের চিত্রে দেখানো হলো



তথ্য কণিকা

- * বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান
- * বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস কর্তৃক ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিবন্ধিত হয়।
- * কর্মসূচি বাস্তবায়ন : সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে
- * কর্ম এলাকা : সমগ্র বাংলাদেশ
- * সহযোগী সংস্থার সংখ্যা : ১,১৯৪টি
- * নিয়মিত ও বিশেষ কর্মসূচিতে বরাদ্দকৃত অনুদান : ২১৭.৮৯ কোটি টাকা
- * নিয়মিত ও বিশেষ কর্মসূচিতে মোট উপকারভোগী : ১ কোটি ১ লক্ষ ১৫ হাজার (মহিলা ৬২.৯২ লক্ষ এবং পুরুষ ৩৮.২৩ লক্ষ)
- * পল্লী এলাকায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে এ যাবৎ সিএমএসএমই খাতে ২৮টি সহযোগী সংস্থার অনুকূলে ৮৭.৭০ কোটি টাকা প্রণোদনার ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।
- * সাধারণ পরিষদের সদস্য : ৩৪
- * পরিচালনা পরিষদের সদস্য : ১১
- * অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভা : ১৯টি
- * পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা : ২৮ জন

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ)

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ভবন
এফ-২০-ডি, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
Web : www.bnf.gov.bd
E-mail : info@bnf.gov.bd
www.facebook.com/bangladeshnngofoundation